সপ্তপর্ণী

সপ্তপর্ণী

হরেন ঘোষ

যোগমায়া প্রকাশনী,
৬০, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯।

সপ্তপর্ণী / SAPTAPARNI

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক : শ্যামলী ঘোষ
যোগমায়া প্রকাশনী
৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণায়ন : অহিম ভট্টাচার্য্য

মুদ্রণ : চারু প্রেস
৭৩, ১০৩বি, ১১৩বি, ধনদেবী খান্না রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪

কবি

বেণু দত্ত রায়কে

আমার কথা

মূলতঃ ছোটগল্পই আমার "প্রথম পছন্দ"। তবু উপন্যাস লেখার বাসনা থেকেই কলম ধরেছিলাম। প্রথম উপন্যাস 'জলাপাহাড়', উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জীবনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ছবি। সম্প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম, সদ্যপ্রয়াত গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ এটির তৃতীয় রাজসংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

এরপর একে একে অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছি। প্রকাশিতও হয়েছে। দুএকটি প্রকাশিত হয়েছে সাময়িক পত্রিকায়। আমার কোন উপন্যাসই বৃহদায়তন নয়। মনে হয় ধৈর্যের অভাবই এর কারণ।

নানাবিধ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে সময় বার করে নিয়ে লেখা। না লিখলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এমন কিছু নেশা আছে যা ইচ্ছে করলেও ছাড়া যায় না। বিশেষ করে সাহিত্যের কামড়, কচ্ছপের কামড়।

অদ্যাবধি প্রকাশিত বারোটি উপন্যাসের মধ্য থেকে সাতটি উপন্যাস নিয়ে এই সপ্তপর্ণী। বিশেষ ভাবে লক্ষ রেখেছি, যে উপন্যাসগুলি বাজারে পাওয়া যায় না, সেগুলিকেই যাতে নবজীবন দেওয়া যায়।

ভ্রাতৃপ্রতিম গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ ও শ্যামলী ঘোষের উৎসাহেই পুরনো বই নতুন করে প্রকাশিত হতে পারল।

হরেন ঘোষ

সূচি —

কালের পুতুল

খাঁচার পাখিটার ডানা ঝাপটানোর শব্দে চমকে উঠল রমলা। ফিরে তাকাল। খাঁচাটা দুলছে। এক মনে খাঁচার শক্ত শিকে ঠোঁটের শক্তি পরীক্ষা করছে পাখিটা। হাসল রমলা। বৃথা চেষ্টা, মনে মনে বলল। ভাবল, এত দিনেও পোষ মানল না। উঠে গিয়ে দাঁড়ালো খাঁচার সামনে। ওর দিকে তাকাল পাখিটা। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। খাঁচা তখনো দুলছে।

দুলে উঠল রমলার মন। তাকাল আকাশে। নীল আকাশে এখানে ওখানে ছড়ান মেঘ। কয়েকটি চিল উড়ছে আপন মনে। ওরা কি শুধুই ওড়ে। আপন মনে হাসল রমলা।

—কি রে, অমন করে কার ধ্যান করছিস? কাজে যাবি নে?

চমকে উঠল রমলা। সত্যিই তো, এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লজ্জা পেল।

—দাঁড়া দু'মিনিট। আসছি। ভিতরে চলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণা। চোখ পড়ল পাখিটার দিকে। দু'চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে পাখিটা। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল কৃষ্ণা। আহা, বেচারি, ভারি একা। দুটি থাকলে বেশ হত। কি শাস্তি ওর।

—চল, দেরি হয়ে গেল বোধ হয়। বেরিয়ে এল রমলা। পথে পা দিল দু'জন।

—না, দেরি হয়নি, বাস ঠিকমত গেলে সময় মতই পৌঁছব।

—তুই ভারি জোরে হাঁটিস, বলল রমলা।

—এর মধ্যেই হাঁপিয়ে গেলি! হাসল কৃষ্ণা। এই জন্যেই রোগা হওয়া ভাল। তোর মত—বাঁকাচোখে তাকিয়ে হাসল আবার।

আঁচল টেনে দিল রমলা—যা নজর দিচ্ছিস, কদিন পরই তোর মত হয়ে যাব।

—আমার নজরে কিছু হবে নারে। আমার মত হয়ে কাজ নেই তোর। ম্লান হাসল কৃষ্ণা।

বাসস্টপে পৌঁছল ওরা। রমলা হাঁপাচ্ছে। পুরোন ব্যাগ থেকে ছোট রুমাল বার করে মুখ মুছে নিল। বাস আসছে।

—যা ভিড়! এগিয়ে গেল কৃষ্ণা।

—এর মধ্যেই এসে গেল। হতাশ ভঙ্গিতে বলল রমলা।

—তুই ভাবছিলি একটু জিরিয়ে নেওয়া যাবে। আয়, ওঠ। আশ্চর্য পুরুষগুলো। এতটুকু সরবে না, যাবার পথ দেবে না। আর এই গেটের কাছেই যত ভিড়। একটি সিট খালি।

কৃষ্ণা বলল— বোস তুই।

—তুই বস না, বলল রমলা।

—উঁহু, আমি দাঁড়াতে পারব, খালি হবেই একটু পরে।